opt ima

বাংলাদেশ ইন্টারেনট শাটডাউন: পস্তুর্তি ও পর্তিরোধের জনয্ চাহিদা ও সক্ষমতা মূলয্ায়ন

প্রতিবেদন সম্পর্কে

২০১৯ সাল থেকে, ইন্টারনিউজের অপটিমা প্রকল্পটি ইন্টারনেট শাটডাউনের বিরুদ্ধে অধিকতর প্রস্তুতি, প্রতিরোধ ও প্রচারের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নাগরিক সংগঠনের সঙ্গে কাজ করছে। ইন্টারনেট শাটডাউন অ্যাডভোকেসিতে সম্পৃক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশী নাগরিক সমাজের সক্ষমতা বোঝার জন্য, ২০২২ সালে ডিজিটালি রাইট ও ভয়েস ফর ইন্টার‍্যাকটিভ চয়েসেস অ্যান্ড এম্পাওয়ারমেন্ট নামে দুটি সংস্থার সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে একটি সামগ্রিক চাহিদা মূল্যায়ণ প্রক্রিয়া শুরু করে ইন্টারনিউজ।

নাগরিক সমাজের অংশীদারদের মধ্যে জরিপের পাশাপাশি একাধিক ফোকাস গ্রুপ ও কো-ডিজাইন ওয়ার্কশপের মাধ্যমে এই মূল্যায়ণ প্রতিবেদনে দেখা হয়েছে: ইন্টারনেট শাটডাউন সংক্রান্ত অ্যাডভোকেসির ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ, ভবিষ্যত ইন্টারনেট শাটডাউন সংক্রান্ত ঝুঁকি, এবং শাটডাউন প্রতিরোধ ও এর জন্য অধিকতর প্রস্তুতি গ্রহণে রিসোর্স সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে বাংলাদেশী নাগরিক সমাজ কীভাবে দেখছে।

সম্পূর্ণ প্রতিবেদনটি পাওয়া যাবে preparepreventresist.org-এ। এখানে বিস্তারিত আইনি বিশ্লেষণের পাশাপাশি জরিপ ফলাফল ও ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনের বিশদ পর্যালোচনাও উঠে এসেছে। প্রতিবেদনটির শেষে নাগরিক সমাজের কর্মী, নীতিনির্ধারক ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর জন্য সুপারিশ যুক্ত করা হয়েছে, যেন বাংলাদেশি কর্মীদের সহায়তার মাধ্যমে শাটডাউন প্রতিরোধে টেকসই দীর্ঘমেয়াদী অ্যাডভোকেসির ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়।

বাংলাদেশে ইন্টারনেট শাটডাউন

২০০৯ সাল থেকে প্রায় প্রতি বছরই বাংলাদেশের ব্যবহারকারীরা বিভিন্ন আকারে ইন্টারনেট শাটডাউনের সম্মুখীন হয়েছেন। অতীতের শাটডাউনগুলোর মধ্যে রয়েছে গণহারে নেটওয়ার্ক ব্ল্যাকআউট, যোগাযোগের অ্যাপ ও সোশ্যাল মিডিয়া সাইট ব্লক করা এবং ইচ্ছাকৃতভাবে মোবাইল ইন্টারনেটের গতি কমানো ("থ্রটলিং")।

ইন্টারনেট শাটডাউনের ক্ষতি এবং নেতিবাচক প্রভাব অনুমান করা অত্যন্ত কঠিন। ইন্টারনেট শাটডাউনের ফলে বাংলাদেশে এক দিনে ৭৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি ক্ষতি হয় বলে একটি প্রাক্কলন রয়েছে। গোটা দেশের অর্থনীতিতে ব্যাপক প্রভাবের পাশাপাশি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীগুলো অসমভাবে এর বিরুপ প্রভাবের শিকার হয়, যারা এরই মধ্যে আয়-উপার্জন, নিরাপদ ও সুরক্ষিত যোগাযোগ এবং নাগরিক আলোচনা ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ইন্টারনেট শাটডাউন সাংবাদিক ও অ্যাক্টিভিস্টদের কাজও কঠিন করে তোলে; তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশ করার ক্ষেত্রে তারা এরই মধ্যে উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছেন।

শুধু নেটওয়ার্ক বিভ্রাট সংক্রান্ত নীতি-নির্ধারণে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা তৈরির ক্ষেত্রেই নয়, বরং নাগরিক ও গুরুত্বপূর্ণ গ্রুপগুলোকে শাটডাউন সম্পর্কে আরও সজাগ করা এবং এর প্রস্তুতি ও মোকাবিলায় রিসোর্স জোগানোর মাধ্যমে নাগরিক সমাজ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ডিজিটাল অধিকারের পক্ষে কাজ করার জন্য পর্যাপ্ত জ্ঞান, প্রযুক্তিগত দক্ষতার অভাব এবং শক্তিশালী সংস্থার অনুপস্থিতির কারণে দেশটিতে এখন পর্যন্ত শাটডাউন নিয়ে যে অ্যাডভোকেসি প্রচেষ্টা দেখা গেছে তা নেহাতই সামান্য। যেসব অ্যাডভোকেসি হয়ে থাকে তা-ও মূলত শাটডাউনের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া জানানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু এ ধরনের ঘটনার ক্ষেত্রে মোকাবিলা ও প্রস্তুতি-সক্ষমতা বাড়ানোর মত অ্যাডভোকেসি সচরাচর দেখা যায় না।

বাংলাদেশ একটি ডিজিটাল রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে এবং ডিজিটাল প্রবৃদ্ধির জন্য দেশটিতে একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক সদিচ্ছা আছে। ইন্টারনেট শাটডাউন সরকারের "ডিজিটাল বাংলাদেশ" গড়ার পরিকল্পনাকে ব্যহত করে। কিন্তু এর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভাব নিয়ে দেশে পর্যাপ্ত আলোচনা, গবেষণা বা তর্ক-বিতর্ক হয়নি। ইন্টারনেট শাটডাউনের প্রস্তুতি ও মোকাবিলার ক্ষেত্রে সহায়তার জন্য বাংলাদেশের নাগরিক সমাজ ও অন্যান্য অংশীদারেরা কী করতে পারেন, তাদের কী কী দক্ষতা ও সক্ষমতার দরকার, এবং কীভাবে আরও টেকসই ও দীর্ঘমেয়াদী জোট গঠনের চর্চা ধরে রাখা যায় — গবেষণাটিতে এই বিষয়গুলো মূল্যায়ন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ইন্টারনেট শাটডাউন নিডস অ্যাসেসমেন্ট থেকে পাওয়া উল্লেখযোগ্য ফলাফল

- **শাটডাউন সাধারণ ঘটনা।** সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, নাগরিক ও রাজনৈতিক প্রতিবাদ এবং নির্বাচনসহ বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ২০১২ সাল থেকে ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশে অন্তত ১৭টি শাটডাউনের ঘটনা ঘটেছে। বহুল-সংখ্যাগরিষ্ঠ (৮৮%) উত্তরদাতা বলেছেন যে তারা গত তিন বছরে ইন্টারনেট শাটডাউন হতে দেখেছেন এবং অর্ধেক-ই বলেছেন যে তারা এক বছরের মধ্যে এমন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন।

- **পূর্ণ ইন্টারনেট শাটডাউনের ঘটনা বিরল।** সরকার সম্পূর্ণ নেটওয়ার্ক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে এমন ঘটনা বিরল। প্রায় অর্ধেক সংখ্যক (৪৫%) উত্তরদাতা বলেছেন যে ইন্টারনেটের সম্পূর্ণ ব্ল্যাকআউট খুব কমই ঘটে এবং ৩৭% বলেছেন যে, এটি মাঝে মাঝে ঘটে। এই ধরনের ঘটনা প্রধানত ২০১৫ এবং ২০১৬ সালে ঘটতে দেখা গিয়েছিল, যাদের একটিকে বলা হয়েছিল ত্রুটি এবং অন্যটি ছিল একটি শাটডাউন বাস্তবায়নের মহড়া।

- **ভবিষ্যতে শাটডাউনের ঘটনা হয়তো আরও ঘটবে এবং এটি আইনসম্মত।** এই প্রতিবেদনের জন্য জরিপের আওতাধীন নাগরিক সমাজ, ডিজিটাল-অধিকার এবং অন্যান্য কমিউনিটির নেতাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ (৫৮%) অংশ বিশ্বাস করে যে আগামী তিন বছরে শাটডাউন কিছুটা বা বেশ অনেকটাই ঘটার সম্ভাবনা আছে। এক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষকে আইনি ক্ষমতা দেওয়া আছে যে তারা প্রয়োজন মনে করলে যখন তখন এই ধরনের ব্যবস্থা নিতে পারে।

- **শাটডাউন অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে ক্ষতিকর।** ইন্টারনেট বন্ধের মূল প্রভাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, জরিপে অংশগ্রহণকারীরা উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক ক্ষতির কথা জানান। ৮২% উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে অনলাইনে ব্যবসা পরিচালনা করে থাকে, এমন বেসরকারি ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের ওপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়ে। উত্তরদাতারা আরও জানিয়েছেন যে ইন্টারনেট শাটডাউনের ফলে গুজব আরও ছড়িয়ে পড়ে এবং একটি "অন্ধকার" পরিবেশ তৈরি হয়; এ পরিস্থিতিতে উত্তরদাতারা বন্ধু, পরিবার এবং অন্যদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন না এবং এভাবে বিশ্বের বাকি অংশ থেকে তারা বিচ্ছিন্ন বোধ করেন। আন্দোলনকারী, নির্বাচন পর্যবেক্ষক এবং সাংবাদিকেরা জানিয়েছেন যে শাটডাউন তাদের সংগঠিত হওয়া, নির্বাচন পর্যবেক্ষণ এবং বড় ঘটনাগুলো নিয়ে রিপোর্ট করার সক্ষমতাকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করে।

- **বাংলাদেশে নাগরিক সমাজ ভিপিএন সম্পর্কে সচেতন এবং এটি ব্যবহার করে।** বাংলাদেশের মানুষ সাধারণভাবে ইন্টারনেট শাটডাউনের বিষয়ে সচেতন এবং জরিপের উত্তরদাতাদের বৃহৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ (৭৪%) অংশ ভিপিএন সেবার সঙ্গে পরিচিত এবং যোগাযোগের বড় সাইটগুলো ব্লক করা হলে তারা এই প্রযুক্তি ব্যবহার করেন বলে জানিয়েছেন। উত্তরদাতারা জানিয়েছেন যে ব্যান্ডউইথ কম থাকলে বা ইন্টারনেট না থাকলে তারা প্রচলিত মোবাইল এসএমএস ও টেলিফোনি ব্যবহার করে থাকেন।

- **তবে শাটডাউনের বিরুদ্ধে কথা বলার ক্ষেত্রে নাগরিক সমাজের সক্ষমতা কম।** বাংলাদেশের নাগরিক সমাজ শাটডাউনের ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া জানানোর জন্য প্রস্তুত নয় এবং কার্যকর আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তা প্রতিরোধ করার মতো দক্ষও নয়। উত্তরদাতাদের মাত্র ৬% বলেছেন যে নাগরিক সমাজ শাটডাউন মোকাবিলার জন্য আগে থেকেই প্রস্তুত এবং ৬৩% বলেছেন যে তারা ভবিষ্যতে এই ধরনের পদক্ষেপের জন্য প্রস্তুত নন। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা জানিয়েছেন যে সোশ্যাল মিডিয়া সাইট ব্লক ও ব্যান্ডউইথ কমিয়ে দেওয়ার ঘটনাতেও অধিকার-সংগঠনগুলোর প্রতিক্রিয়া এবং মিডিয়া কভারেজ সীমিত।

- **বাংলাদেশে ডিজিটাল অধিকার, বিশেষ করে ইন্টারনেট শাটডাউনের ক্ষেত্রে আইনি ও প্রযুক্তিগত, দক্ষতার অভাব রয়েছে** অংশগ্রহণকারীরা বলছেন যে বাংলাদেশে ডিজিটাল-অধিকার বিষয়ক সক্রিয় কমিউনিটি এবং ইন্টারনেট শাটডাউনের প্রভাব নিয়ে গবেষণার অভাব রয়েছে। এমনকি ইন্টারনেট বিঘ্নিত হওয়ার ঘটনা নথিভুক্ত করার জন্য নেটওয়ার্ক পরিমাপ এবং অ্যাডভোকেসি সংস্থা/উদ্যোগকে অবহিত করার জন্য স্থানীয় বা জাতীয় পর্যায়ে কোনো কমিউনিটি নেই। উত্তরদাতারা জানিয়েছেন যে কর্মীরা নেটওয়ার্ক বিভ্রাটের ঘটনাগুলো পরিমাপ করেন না, কারণ তাদের সেই প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত দক্ষতা নেই। জরিপের সংখ্যাগরিষ্ঠ (৬২.৫%) উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে সংস্থাগুলোর ইন্টারনেট বিভ্রাট পরিমাপ ও নথিভুক্তির জন্য কারিগরী ডেটা সংগ্রহ করার সক্ষমতা নেই।

- **শাটডাউন চলাকালে দুর্বল কমিউনিটিগুলোকে রক্ষা করার সামর্থ্য সামান্য বা একেবারেই নেই** উত্তরদাতাদের দুই-তৃতীয়াংশ -- এবং প্রান্তিক বা সংখ্যালঘু কমিউনিটির অন্তর্গত হিসেবে চিহ্নিত প্রায় সকল উত্তরদাতা -- বলেছেন যে শাটডাউনের সময় দুর্বল কমিউনিটিকে সহায়তার জন্য নাগরিক সমাজের সামর্থ্য সামান্যই আছে অথবা একেবারেই নেই। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা জানিয়েছেন, পাহাড় ও সমতলের আদিবাসী গোষ্ঠীগুলোর জন্য (যারা হতদরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত) ইন্টারনেট পাওয়াটাই প্রধান সমস্যা। ইন্টারনেট শাটডাউনকে প্রায়ই এমন একটি নিরাপত্তা ব্যবস্থা হিসাবে বিবেচনা করা হয় যা ধর্মীয় সংখ্যালঘুদেরকে সরাসরি প্রভাবিত করে।

- **অংশগ্রহণকারীরা একমত যে শাটডাউন মোকাবিলার কৌশলগুলোর মধ্যে অনলাইন বিদ্বেষ ও অপতথ্য মোকাবিলার বিষয়টিও থাকা উচিত** সরকার প্রায়ই বিদ্বেষমূলক বক্তব্য, সহিংসতার প্ররোচনা এবং অনলাইনে প্রচারিত গুজব নিয়ন্ত্রণ চেষ্টার প্রক্রিয়া হিসাবে শাটডাউন ব্যবহার করে থাকে। এই গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের মতে, প্রতিক্রিয়া হিসেবে শাটডাউন যে "প্রয়োজনীয় বা আনুপাতিক" নয়, তা পরিষ্কার করা জরুরী। এজন্য এমন প্রমাণ সরবরাহ করা দরকার যে শাটডাউন বরং সংকট এবং ভয়, অনিশ্চয়তা ও ভুয়া তথ্যের বিস্তার আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে।

বাংলাদেশে শাটডাউন প্রস্তুতি, প্রতিরোধ, প্রতিহতে অ্যাডভোকেসির জন্য যে ধরনের সহায়তা প্রয়োজন

এই মূল্যায়নের অংশ হিসেবে যে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়, তাতে অংশগ্রহণকারীরা ইন্টারনেট শাটডাউন অ্যাডভোকেসির প্রয়োজনীয়তা এবং সক্ষমতা নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং ভবিষ্যতের জন্য সম্মিলিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেছেন। এই লক্ষ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে:

- **ডিজিটাল অধিকার নিয়ে আগ্রহী ব্যক্তি ও সংস্থাগুলোকে নিয়ে একটি অনানুষ্ঠানিক ওয়ার্কিং গ্রুপ বা নেটওয়ার্ক গঠন এবং তাদেরকে প্রশিক্ষণ, বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে সংযোগ এবং অন্যান্য সহায়তা প্রদান করা।** এই গ্রুপের মাধ্যমে তরুণ এবং মিড-ক্যারিয়ার গবেষক, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ, আইনজীবী ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা নেটওয়ার্ক বিভ্রাট সংক্রান্ত আইন ও অধিকার, অর্থনীতি ও সমাজে তার প্রভাব, এবং প্রস্তুতি ও প্রতিরোধের জন্য কার্যকর

অ্যাডভকেসি সম্পর্কে আলোচনা করার সুযোগ পাবেন। এই প্রক্রিয়ার অধীনে তারা নির্ভরযোগ্য ও সুরক্ষিত প্রযুক্তি প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে তথ্য ও অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং অন্য অংশীদারদের সঙ্গে আলোচনায় সম্পৃক্ত হতে পারবেন। প্রশিক্ষণের আলোচনা ও কৌশলগত-যোগাযোগ দক্ষতাও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যেন যে কোনো অ্যাডভোকেসি কর্মসূচিতে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি কর্মকর্তা ও প্রতিষ্ঠান, প্রযুক্তি কোম্পানি ও ব্যবসায়িক সমিতিকে সম্পৃক্ত করা যায়।

- **প্রযুক্তিগত দক্ষতা গড়ে তুলতে সহায়তা করুন এবং চলমান পরিমাপ কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান।** ইন্টারনেট শাটডাউন বিষয়ক অ্যাডভোকেসির নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানোর স্বার্থে এবং দক্ষতা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে একটি দলকে নেটওয়ার্ক পরিমাপ প্রশিক্ষণ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা সুস্পষ্টভাবে উঠে এসেছে। দলটিকে নানান জায়গায় পাঠাতে হবে এবং অভিজ্ঞ আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের সহায়তা এবং সম্মিলিত শিক্ষা ও বিকাশের মাধ্যমে প্রস্তুত করতে হবে। এই বিশেষজ্ঞ দলটি নেটওয়ার্ক বিভ্রাট ও পারফরমেন্স সংক্রান্ত তথ্যপ্রমাণ অ্যাডভোকেসির জন্য সরকার ও আন্তর্জাতিক অ্যাডভোকেসি সংগঠনগুলোর সঙ্গে শেয়ার করবে। এই দলটিকেও সেই বিস্তৃত নেটওয়ার্কের অংশ করে তুলতে হবে যারা সাংবাদিক, আইনজীবী এবং সাধারণ জনগণকে প্রযুক্তিগত বিষয়গুলো জানাতে পারবে।

- **বিভিন্ন অংশীদার ও কমিউনিটির ওপর ইন্টারনেট শাটডাউনের বৈচিত্র্যময় প্রভাব (সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক) নিয়ে ব্যাপক গবেষণা পরিচালনা করা।** এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে খাত ও ইস্যুভিত্তিক গবেষণা। এর মাধ্যমে বিভিন্ন কমিউনিটি সম্পৃক্ত হতে পারবে এবং তাদের কণ্ঠ নীতিনির্ধারকদের কাছে পৌঁছাবে। এগুলো অ্যাডভোকেসি কর্মসূচিকে শক্তিশালী করে। ইন্টারনেট সংযোগ বন্ধের ফলে অর্থনীতি-সমাজ-রাজনীতির বাইরেও যেসব প্রভাব পড়ে সেগুলোও গবেষণায় খতিয়ে দেখা উচিৎ; যেমন, মিথ্যা তথ্যের বিস্তার, বাংলাদেশের ভেতরে ও বাইরে বন্ধু-পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা, বিশেষ করে জরুরি অবস্থার সময়ে। এক্ষেত্রে, অভিবাসী ও দরিদ্রদের মতো দুর্বল কমিউনিটিগুলোর পাশাপাশি তরুন এবং যারা কাজের জন্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের উপর নির্ভর করেন, তাদের উপর কেমন প্রভাব পড়ছে–সেদিকেও বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে।

- **অ্যাডভোকেসি কর্মসূচিতে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।** প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করার জন্য সেসব নাগরিক সংগঠনকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, যারা প্রশিক্ষণ ও নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এরই মধ্যে এসব সম্প্রদায়ের আস্থা ও বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করেছে। এক্ষেত্রে, বাংলা ভাষায় গাইড, অ্যাপ্লিকেশন এবং অন্যান্য রিসোর্স বিশেষভাবে সহায়ক হতে পারে। গ্রুপগুলোর ডিজিটাল সাক্ষরতা ও চর্চা অনুধাবনের মাধ্যমে এমন বৃহত্তর সম্পৃক্তকরণ কৌশল প্রয়োগ করা উচিৎ যেন তাদেরকে প্রেক্ষাপট অনুযায়ী সহায়তা প্রদানের বিষয়গুলো ভালোভাবে বোঝা যায়। এছাড়া, এসব জনগোষ্ঠীতে অ্যাডভোকেসি শুরু করা উচিত ইন্টারনেট সেবায় সাশ্রয়ী ও ন্যায্য প্রবেশাধিকারের বিষয়টি সামনে রেখে, কারণ কিছু সম্প্রদায়ের অনলাইনে সম্পৃক্ত হওয়ার সামর্থ্য নেই।

- **তরুণদের সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধি।** এই গবেষণায় তরুণদেরকে মূল অংশীদার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, কারণ তারা ডিজিটাল অবকাঠামো ব্যবহার করে এবং ডিজিটাল বিষয়ে বেশী জ্ঞান রাখে। তারা সহজেই বিদ্যমান কারিগরি দক্ষতা আয়ত্ব করতে পারে এবং সৃজনশীল মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্ট তৈরি করতে পারে। তরুণদেরকে ডিজিটাল অধিকার বিষয়ক কাজে সম্পৃক্ত করার প্রচেষ্টার মধ্যে গণশিক্ষা ও সামাজিক মাধ্যমে প্রচারণার পাশাপাশি অফলাইন কার্যক্রমও অন্তর্ভুক্ত করা উচিত যেন তা সমাজের প্রান্তিক এবং গ্রামীণ অংশগুলোতে আরও ভালভাবে পৌঁছাতে পারে। নিরাপদ ও সুরক্ষিত টুল ব্যবহার এবং প্রচারের ক্ষেত্রেও প্রধান অংশীদার হতে পারে তরুণ গ্রুপগুলো।

- **প্রচারণা ও সম্পৃক্তকরণ কৌশলে এমন ভাষ্য প্রয়োজন যা বিদ্বেষ ও অপতথ্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সমাধান হিসেবে শাটডাউনের অপর্যাপ্ততা তুলে ধরবে।** এই গবেষণায় বলা হয়েছে, এমনকি নাগরিক সমাজের গোষ্ঠীগুলোর মধ্যেও সাম্প্রদায়িক সহিংসতা সামলাতে এবং বিদ্বেষমূলক বক্তব্যের বিস্তার বন্ধ করতে নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা আরোপ করার পক্ষে সমর্থন রয়েছে। সামাজিক মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা উস্কে দেওয়ার জন্য প্রায়ই গুজব এবং বিদ্বেষমূলক প্রচারণাকে দায়ী করা হয় এবং এটিকে দেশে অনেক শাটডাউনের কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা ভুল তথ্য এবং অনলাইনে ঘৃণা মোকাবিলার মতো বাস্তব সমস্যাগুলোর জন্য প্রয়োজনীয়, আনুপাতিক ও কার্যকর সমাধান খুঁজে বের করার দিকে জোর দিয়েছেন। একজন অংশগ্রহণকারী মতে, "বাংলাদেশে এরই মধ্যে একটি [সোশ্যাল মিডিয়া] মনিটরিং সিস্টেম রয়েছে, এবং অপতথ্যের উৎস ট্র্যাক করার পদ্ধতি রয়েছে; 'কিল সুইচ' -এর দিকে না গিয়ে, আমাদেরকে শুধু এটিকে আরও কার্যকর করে তুলতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষা পাঠ্যক্রমসহ ডিজিটাল ও মিডিয়া সাক্ষরতার ওপর দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচিও প্রণয়ন করা উচিত, যেন মানুষ ভুয়া তথ্য সনাক্ত করতে পারে। গুজব ও ভুয়া তথ্য ছড়ানোর ক্ষেত্রে শাটডাউনের নেতিবাচক প্রভাব অনুধাবনের জন্য আরও গবেষণা পরিচালনা, বিবেচনা করা উচিত।

- **নীতিনির্ধারক, টেলিযোগাযোগ কোম্পানি, আইএসপি এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলোর পাশাপাশি আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তর, যেমন বিটিআরসিকে সম্পৃক্ত করার সুযোগ খুঁজে দেখা।** যে ধারাটি দ্রুত ও ফলপ্রসূ হবে সেই ক্রম মেনেই এটি করা উচিত। প্রধান যুক্তিগুলোর মধ্যে থাকতে পারে ইন্টারনেট বন্ধের সম্ভাব্য অর্থনৈতিক ক্ষতি এবং সুনামগত ঝুঁকির বিষয়গুলো। বিভিন্ন অংশীদারদের মধ্যে আস্থা বাড়ানোর জন্য গবেষণা ও প্রমাণভিত্তিক তথ্য জানিয়ে নিয়মিত আলোচনা পরিচালনা লক্ষ্য হওয়া উচিৎ। বাংলাদেশী প্রেক্ষাপটে জবাবদিহিমূলক ইন্টারনেট পরিচালনার জন্য বহু-অংশীদার ভিত্তিক পদ্ধতি প্রয়োজন। বিদ্বেষমূলক বক্তব্য ও গুজব নিয়ন্ত্রণের উত্তম চর্চা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে এমন ভাবে যেন তা মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং ভীতি ও অনিশ্চয়তা তৈরি না করে। এ জন্য আরও বেশি আলোচনা জরুরি। এছাড়া, শাটডাউন আরোপের বিদ্যমান পদ্ধতি বা প্রোটোকল স্বচ্ছতা আনতে বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তিকে সম্পৃক্ত করা দরকার। দেশে শাটডাউনের অর্থনৈতিক প্রভাব সম্পর্কে আরো গবেষণার জন্য নাগরিক সমাজ ও ব্যবসায়ী সংঘগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বাংলাদেশ ইন্টারনেট গভর্নেন্স ফোরাম এবং আন্তর্জাতিক সংগঠন, ইন্টারনেট সোসাইটির বাংলাদেশের অধ্যায়ের মতো বিদ্যমান মাল্টি-স্টেকহোল্ডার ফোরামের মধ্যে সহযোগিতার জন্য পরিসর তৈরিরও সুযোগ রয়েছে।

এসব সুপারিশ বর্তমানে ইন্টারনিউজের অপটিমা প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং কাজটিতে অংশগ্রহণ ও সহায়তার জন্য আগ্রহীদের আমরা এই গবেষণার লেখকদের সঙ্গে যোগাযোগে উৎসাহিত করছি।

এই বিষয়ে এবং অপটিমার অন্যান্য ইন্টারনেট শাটডাউন অ্যাডভোকেসির প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক প্রতিবেদন, আমাদের পদ্ধতি, প্রিপেয়ার অ্যান্ড প্রিভেন্ট নেটওয়ার্ক এবং রিসোর্স সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন (miraj@digitallyright.org ও lhenderson@internews.org)